দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 13 DEC 1986
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

154

শিক্ষাঙ্গনে

শিক্ষাঙ্গনে সুষ্ঠু পরিবেশ চাই

বেশ কিছুদিন যাবত আমরা একটা বিষয় লক্ষ্য করে আসছি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সাম্প্রতিক যে ঘটনা ঘটতে শুরু করেছে তাতে লেখাপড়ার সুষ্ঠু পরিবেশ নষ্ট হতে আর বেশী বাকী নেই। বাংলাদেশের একটি অন্যতম বৃহৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীর সফলতার উপর নির্ভর করছে লাখ লাখ লোকের ভবিষ্যত, আশা-আকাঙ্ক্ষা। —অথচ দিন দিন যেভাবে এই প্রতিষ্ঠানে আভ্যন্তরীণ কোন্দল বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে তাতে অধ্যয়নরত আপামর ছাত্র-ছাত্রীর ভবিষ্যত অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে।

বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হলো এইভাবে একটার পর একটা অপ্রসঙ্গিক এবং অপ্রত্যাশিত ঘটনা লেগেই আছে— তার খেসারত বা মাশুল দিতে হচ্ছে নিরীহ ছাত্র-ছাত্রীদের। বর্তমান দুর্মূল্যের বাজারে একটা ছেলে বা মেয়েকে হোস্টেলে রেখে কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো কতটা ধকল অভিভাবকদেরকে সহ্য করতে হয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তার উপর একের পর এক গোলমাল লেগেই আছে। এতে করে সঠিক সময়ে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে না। সঠিক সময়ে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত না হওয়ায় ছাত্রদের চাকরির বয়স বা সময়সীমা পার হয়ে যাচ্ছে।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই যে, সম্মান শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের এই অহেতুক গোলমালের জন্য ভোগান্তির আর শেষ নেই। পরীক্ষার আশায় আশায় থেকে চাকরি বা কর্মের সংস্থানের চেষ্টা করতে পারছেনা। অপরদিকে দরিদ্র পিতা-মাতার বোঝা হয়ে থাকতে হচ্ছে। এতে করে একদিকে অভিভাবক আর অপরদিকে ছাত্র-ছাত্রীদের দুঃশ্চিন্তার সীমা নেই।

যাহোক, আমরা এই অনিয়মের অবশ্যই সমাধানকল্পে বিশেষ করে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠেয় সকল স্তরের সম্মান পরীক্ষাসহ সকল পরীক্ষা নির্ধারিত সময়ে যেন অনুষ্ঠিত হয় সে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে কর্তৃপক্ষের কাছে আহবান জানাচ্ছি। সাথে সাথে সমগ্র দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে লেখাপড়ার সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য সকল মহলের প্রতি অনুরোধ জানাই।

—সৈয়দ আবদুল্লাহ আল মামুন